সুসন্তানলাভের উপায়।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত।

SHUSANTAN LAVER UPAYA.

BY

KAMAKHYA CHARAN BANERJEE.

Late Demonstrator Dacca Medical School, Author of Arya-Griha-Chikitsha, Matar-proti-upades, Strisiksha, Victoria-charita, Village Sanitation, Balyapath, Susiksha, Pancharatna, Saralpath, Nutan Sisushiksha, First Infant Primer, First Primer, Prosutir Kartabya-o-dhatrisiksha, Sisu-Palan-o-chikitsha, Nutan Shisu-bodh, IV parts, Sachitra Barna-shiksha, Sachitra Adarshalipi &c.

PUBLISHED BY

THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY

30, *Cornwallis Street, Calcutta.*

1913

মূল্য ৵৹ দুই আনা।

ভূমিকা।

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞজনেরই জাতীয়-উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এই সুসময়ে জাতীয়-অবনতির কারণগুলি তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যা-লোচনপূর্ব্বক তাহার প্রতিকার-কল্পে যত্নবান্ হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তিরই একান্তকর্ত্তব্য। আমাদের জাতীয়-অবনতির কারণ অনেক; তন্মধ্যে আমাদের বংশধরগণ যে দিন দিন স্বাস্থ্যহীন, চরিত্রহীন ও প্রতিভাহীন হইয়া পড়িতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুতর চিন্তার বিষয়। অনেকের ধারণা এই যে, শৈশবকাল হইতেই উপযুক্ত সুশিক্ষা ও সৎসংসর্গ পাইলে ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করিলে, শিশু সর্ব্ববিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের আর্য্য মহর্ষিগণ, আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, ভ্রূণ-সঞ্চারের সময়েও জরায়ুর্জীবনেই শিশুর সর্ব্ববিধ শারীরিক, মানসিক উন্নতির বা অবনতির এবং পীড়ার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ফলতঃ মাতাপিতা বাল্যকাল হইতে অতি কঠোর নিয়ম, নিষ্ঠা, সংযম অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে, কিছুতেই তাহাদের সন্তান শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারে না। আমাদের শাস্ত্র ও পুরাণাদিতে এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, মহারাজ অশ্বপতি ও তাঁহার ধর্ম্ম-পত্নী সুসন্তান লাভের জন্য অষ্টাদশ বৎসর কাল অতি কঠোর নিয়ম পালন করিয়াছিলেন :—

> "অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
> কালে নিয়মিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

"অর্থাৎ অপত্য উৎপাদনার্থ মিতাহারী, ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অতি কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন।"

এইরূপ অষ্টাদশ বৎসর কাল বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দম, নিয়ম, সম্পূর্ণ যত্ন ও ভক্তির ফলেই মহারাজ অশ্বপতি বরলাভ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বরের ফলস্বরূপ প্রাতঃস্মর-ণীয়া পুণ্যবতী সাবিত্রীদেবী জন্মগ্রহণ করিয়া এই ভারতভূমি পবিত্র করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কালে প্রায় সকলেই সুসন্তান লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাদি নানাবিধ নিয়ম পালন করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি ঐ সমস্ত নিয়মগুলির উপেক্ষা করাতে সমাজের যে ঘোরতর অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয় বটে। ইতর প্রাণীরাও সন্তানোৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হইয়া চলিয়া থাকে, আর জীবশ্রেষ্ঠ মানবগণ ইহাতে উপেক্ষা করিতেছেন—ইহা অতীব দুঃখের ও লজ্জার কথা। বলা বাহুল্য, এই অবহেলার ফলেই আমাদের বংশধরগণের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

সুসন্তান লাভের জন্য প্রাচীন মহাত্মারা যে সকল নিয়ম পালন করিতেন, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহাই অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। ভরসা করি, এ দেশের প্রত্যেকেই এই গ্রন্থখানি একবার পাঠ করিয়া দেখিবেন ও যথাসাধ্য ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন।

বিক্রমপুর
মুন্সীগঞ্জ পোঃ,—ঢাকা।

গ্রন্থকার।

৪৪৫১
BENGAL LIBRARY
3 FEB 1913

সুসন্তান লাভের উপায়।

যদি কেহ বংশধরগণকে যথার্থ সুখী, দীর্ঘজীবী, নীরোগ, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ দেখিতে চান, তবে সুফলাকাঙ্ক্ষী কৃষকের ন্যায় তাঁহাকে পবিত্র-মনে পবিত্রভাবে যথাকালে বীজ বপন করিতে হইবে। পুত্রকে পবিত্র ও উন্নত দেখিতে ইচ্ছা করিলে, সর্ব্বাগ্রে আপনাকে উন্নত করুন, পশ্চাৎ পুত্র উৎপাদন করিবেন। আর্য্য মহর্ষিদের একমাত্র উপদেশ এই—শাস্ত্রের বিধান এই—অগ্রে ব্রহ্মচারি-ভাবে অবস্থান কর, পরে সন্তান উৎপাদন করিও। বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি দ্বারা রেতঃসংযম করিয়া, প্রথমে আপনাকে মনুষ্যত্বের উপযুক্ত করিতে হইবে, পরে অপরের মনুষ্যত্ব সম্পাদন করিবে। রেতঃসংযম ব্রহ্মচারি-ব্রতের একটি প্রধান অঙ্গ। আর্য্যগণ এই রেতো-রক্ষাকে জীবনের সর্ব্ব-প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পুনরায় সেই আর্য্যদিগের পন্থা অবলম্বন ব্যতিরেকে আমাদের জাতীয় উন্নতির আর কোন উপায় নাই। আজকাল মানবগণ কিসে গাছ ভাল হইবে, কিসে ঘোড়া ভাল হইবে, কিসে গরু ভাল হইবে, ইত্যাদি বাহ্য উন্নতির চিন্তা করিয়া, তাহার উপায় অবধারণ করেন; প্রাচীনকালের মহাত্মারা কিসে মানুষ ভাল হইবে, প্রধানতঃ ইহাই চিন্তা করিতেন। তাঁহারা যে কেবল চিন্তা করিতেন, তাহা নহে; তাঁহারা সুসন্তান লাভের উদ্দেশ্যে শতসহস্র-প্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিতেন।

সুসন্তান লাভের উপায় সম্বন্ধে আর্য্য মহর্ষিগণ যে সকল নিয়ম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ

সেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিতেছি। পাঠক মহোদয়গণ বিশেষ মনোযোগের সহিত এ সকল তত্ত্ব পাঠ করিয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

চরক-সংহিতার শারীরস্থানের জাতিসূত্রীয় অধ্যায়ে মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন :—

"স্ত্রীপুরুষয়োরব্যাপন্নং শুক্রশোণিতযোনি-গর্ভাশয়য়োঃ শ্রেয়সীং প্রজামিচ্ছতোস্তন্নির্ব্বৃত্তিকরং কর্ম্মোপদেক্ষ্যামঃ।"

অর্থাৎ যে পুরুষের শুক্র এবং যে স্ত্রীর শোণিত (ডিম্ব), * গর্ভাশয় কোন প্রকার দোষে দূষিত নহে, উৎকৃষ্ট সন্তান লাভ করিতে হইলে, তাহাদের যে সমুদয় কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, সংপ্রতি সেই সকল কর্ম্মের বিষয় উপদেশ প্রদান করিব।

"ততঃ পুষ্পাৎ প্রভৃতি, ত্রিরাত্রমাসীত ব্রহ্মচারিণ্যধঃশায়িনী পাণিভ্যামন্নমজর্জ্জরপাত্রে ভুঞ্জানা ন চ কাঞ্চিদেব মৃজামাপদ্যেত।"

অর্থাৎ অনন্তর স্ত্রী ঋতুর প্রথম দিবস হইতে তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিণী (পতির সহবাস-রহিত) হইয়া বাহু-উপাধানে ভূমিতে শয়ন ও ধাতব পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্রে ভোজন করিবে। ঐ কালের মধ্যে গাত্র-মার্জ্জনাদি শরীরের কোন প্রকার শুদ্ধাচারের কর্ম্ম করিবে না। †

---

* ডিম্ব রক্ত হইতেই উৎপন্ন হয় এবং ঋতুর রক্তের সঙ্গে জরায়ুতে আইসে। বলা বাহুল্য, এইজন্যই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ডিম্বকে "শোণিত" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। "The human germ cell, or egg, is formed from the blood in a gland-like organ" (See Dr Nichol's Human physiology. P. 251)

† এ সম্বন্ধে প্লিনি (Pliny) নামক জনৈক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন :—"ঋতুমতী নারী অতিশয় অপবিত্রা, সে যে স্থানে বাস করে, তথাকার উদ্ভিদে বিশেষ-প্রকার পীড়া জন্মে, মদ্য অম্লত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকার অনেক বিকৃত অবস্থা সংঘটিত হইয়া থাকে।"

সুসন্তান লাভের উপায়।

BENGAL LIBRARY
3 FEB 1913
WRITERS' BUILDINGS

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন—

"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥"
মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়, ৪৬ শ্লোক।

অর্থাৎ নিন্দিত প্রথম চারি অহোরাত্র লইয়া নারীজাতির ঋতুকাল (গর্ভাধানের সময়) ষোড়শ অহোরাত্র অবগত হইবে।

"তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥" (ঐ ৪৭ শ্লোক)

অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম চারি রাত্রি এবং একাদশ ও ত্রয়োদশ রাত্রি, এই ছয় রাত্রি সহবাস নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দশ রাত্রি নারী-গমনে প্রশস্ত।

"নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥" (ঐ ৫০ শ্লোক)

অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি ও অনিন্দিত দশরাত্রির মধ্যে যে কোন অষ্ট রাত্রি, এই চতুর্দ্দশ রাত্রিতে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট পর্ব্ববর্জ্জিত দুই রাত্রি স্ত্রীগমন করেন, তিনি যে কোন আশ্রমবাসী হউন না কেন, ব্রহ্মচারীই থাকেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কোন প্রকার হানি হয় না। *

চরক-সংহিতায় মহর্ষি আত্রেয় বলিয়াছেন :—

"ততশ্চতুর্থে—"

অর্থাৎ তাহার পর চতুর্থ দিবসে হরিদ্রা লেপন করিয়া গাত্র মার্জ্জন

এতদ্ভিন্ন ঋতুর সময় সহবাস করিলে, রমণীদের নানাপ্রকার গুরুতর পীড়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন সময় ঋতুর রক্তস্রোতের গতি বদ্ধ হইয়া, সেই রক্ত রমণীদের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রে প্রবেশ করিয়া, নানাপ্রকার গুরুতর পীড়া উৎপন্ন করিয়া থাকে।

* ভগবান্ মনু নরনারীর ইন্দ্রিয়-সেবনের কাল ও সীমা স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদেশই ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান-সম্মত।

এবং অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করাইয়া, শুক্লবস্ত্র পরিধান করাইবে। এইরূপ পুরুষও স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে।

"স্নানাৎ প্রভৃতি যুগ্মেষ্বহঃসু সংবসেতাং পুত্রকামৌ
তথাযুগ্মেযু দুহিতৃকামৌ।"

অর্থাৎ পুত্রোৎপাদন ইচ্ছা করিলে, ঋতুস্নানের পর হইতে যুগ্ম দিবসে (ঋতুকালের ষোল রাত্রির—৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ম, ১২শ রাত্রিতে) এবং কন্যা উৎপাদনের ইচ্ছা থাকিলে, অযুগ্ম দিবসে (৫ম, ৭ম, ৯ম রাত্রিতে) সহবাস করিবে। * এ বিষয়ে আর্য্য মহর্ষিদের সকলেরই এক মত।

ভগবান্ মনু ও মহর্ষি সুশ্রুত আরও বলিয়াছেন যে, "পুরুষের বীর্য্যাধিক্য হইলে অযুগ্ম দিবসেও পুত্র এবং রমণীর বীর্য্যাধিক্য হইলে যুগ্ম দিবসেও কন্যা হইতে পারে।"

এতদ্ভিন্ন সুশ্রুতসংহিতায় লিখিত আছে যে, "ঋতুকালের চতুর্থ দিবস হইতে তাহার পরবর্ত্তী দ্বাদশ দিন, অর্থাৎ ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর যত পরে গর্ভ হইবে, ততই সন্তান সৌভাগ্যশালী ও বলশালী হইয়া থাকে। ঋতুকালের ত্রয়োদশ দিবসের পরে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না।"

"ন চ ন্যুব্জাং—।"†

অর্থাৎ স্ত্রী যদি ন্যুব্জভাবে (উপুড় হইয়া) থাকে, অথবা পার্শ্বগত

---

* পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ এখনও এই বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, "ঋতুকালের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ৪র্থ হইতে ৭ম দিবসের মধ্যে গর্ভ হইলে কন্যা ও ৮ম হইতে ১২শ দিনের মধ্যে গর্ভ হইলে পুত্র জন্মে।" আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, পুরুষের ডাইনদিকের কোষের শুক্রকীটে পুংশক্তি ও বামদিকের কোষের শুক্রকীটে স্ত্রীশক্তি বর্ত্তমান থাকে। পিতামাতার বয়সের তারতম্য জন্যও পুত্র-কন্যা হওয়ার কারণ কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন পিতামাতার ঐকান্তিক ইচ্ছার উপরেও পুত্রকন্যা হওয়া অনেকটা নির্ভর করে বলিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

† শ্লোকগুলি অতি দীর্ঘ, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মহোদয়গণ চরক-সংহিতা হইতে মূল শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া দেখিবেন। আমরা প্রত্যেক শ্লোকের অবিকল বঙ্গানুবাদ দিলাম।

(কাৎ হইয়া) থাকে, তবে ঐ অবস্থায় বীজগ্রহণ করিবে না। স্ত্রী উত্তান ভাবে (চিৎ হইয়া) বীজ গ্রহণ করিবে।

"তত্রাত্যশিতা ক্ষুধিতা পিপাসিতা ভীতা—।"

অর্থাৎ স্ত্রী অত্যন্ত ভোজন করিলে, বা ক্ষুধাতুরা হইলে, বা পিপাসাতুরা হইলে, বা ভীতা অথবা চঞ্চলচিত্তা বা শোকার্ত্তা বা ক্রুদ্ধা বা অন্য কোন পুরুষকে ইচ্ছা করিলে, অথবা অত্যন্ত কামাতুরা হইলে, গর্ভ ধারণ করে না; যদিও গর্ভ ধারণ করে, তাহা হইলে বিকৃত সন্তান প্রসব করে। *

"অতিবালামতিবৃদ্ধাং—।"

অর্থাৎ অত্যন্ত বালিকা, অতিশয় বৃদ্ধা, চিররোগিণী বা অন্য কোন রোগগ্রস্তা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না। †

---

* Dr. Trall says :—"The stomach must not be loaded, the liver must not be obstructed, the lungs must not be congested, the skin must not be clogged, and the brian must not be oppressed. In short, there must be the normal play of all the functions.'

† Dr. J. A. Balfour says :—

"How could progeny begotten when parents are weak, exhausted, or sickly, be as vigorous as created when they overflow with life, health, and power ?"

"Fathers and mothers should be careful what children they bring into the world. Fathers should eradicate all their vices and subdue their passions. They should bring into prominence all the excellencies and virtues they possess, so that the constant practice of these may have a favourable impression on the offspring".

"পুরুষেহপ্যেত এব দোষাঃ—।"

অর্থাৎ পুরুষেরও ঐ সমস্ত দোষ থাকিলে, স্ত্রীসংসর্গ হইতে বিরত থাকা উচিত। অতএব স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য হইয়া সহবাস করিবে।*

"সঞ্জাতহর্ষৌ মৈথুনে—."

অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই হিতকর বস্তু ভোজন করিয়া, উভয়ের সুসন্তান লাভের অভিলাষ হইলে, উভয়ে সুগন্ধি উৎকৃষ্ট সুখজনক শয্যায় শয়ন করিবে। তাহার পরে সেই শয্যায় "অহিরসি আয়ুরসি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা করিয়া সহবাস করিবে।

"Mothers probably exert a more powerful influence upon children than fathers. During the whole of the gestatory period she exercises an influence upon the unborn child, which the father cannot possibly exercise. She should be free from all disturbing influences, and her health should be carefully attended to."

* Dr. Nichols says :—"To be well begotten, one's parents must not only be of a good stock, and developed a good organization, but they must be actually living healthy lives, and observing the conditions of health. Any unhealthy condition of the father affects the seminal fluid. For this to be pure and strong and vital, the blood and the nervous power must be in the same condition, and so of the germs prepared by the mother. No unhappy man, no diseased man, no man whose nervous power is exhausted by labour or care, no man who poisons his blood, and disorders his nerves with stimulants and drugs, can possibly beget a healthy child. Every Zoosperm prepared in the testes for the fecundation of the ovum is affected by every cause that affects the parent There is no condition of body or mind, with which the germ

"তথা সায়মবদাত-শরণ-শয়নাসনদান-বসন-ভূষণ-বেশাচ স্যাৎ।"

অর্থাৎ তাহার পর সায়ংকালে পরিষ্কৃত গৃহে পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন, পরিষ্কৃত আসনে উপবেশন, পরিষ্কৃত পানীয় পান, পরিষ্কৃত ও শুভ্র বস্ত্র পরিধান এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া বেশবিন্যাস করিবে।

"সায়ং প্রাতশ্চ শশ্বৎ শ্বেতং——।"

অর্থাৎ ঐ স্ত্রী সায়ং ও প্রাতঃকালে শ্বেতবর্ণ, বৃহৎকায় বৃষ বা অশ্ব দর্শন করিবে। আত্মীয়গণ অনুকূল সান্ত্বনা-বচন দ্বারা সর্ব্বদা ঐ রমণীর মনের সন্তোষ জন্মাইবে। আর ঐ রমণীকে যে সমুদয় পুরুষ ও স্ত্রীর স্বভাব অতি নম্র ও সুন্দর, প্রসন্ন বদন এবং যাঁহারা সাধু, সজ্জন ও ধর্ম্ম-পরায়ণ

---

of life may not be affected by either of the parents. The seeds of all follies, vices, and crimes are sown in the organism. Moral character, intellectual powers and tendencies, physical organization, health or disease, happiness or misery, are impressed upon the infinitesimal germ, and the inconceivably minute Zoosperm. The microscopic animalcule, shapen like an elongated tadpole, is in reality, a blackguard, a liar, a thief, a scoundrel ; or it is scrofulous, or syphilitic, or gouty ; or it is idiotic, or insane all these, if formed by a parent of whom these are actual qualities. And so it is of the germ prepared in the ovary of the mother. So the sins of parents are visited on their children to the third and fourth generation, and where the causes continue, to the thirtieth and fortieth."

"Father and mother, therefore, at the time of begetting, must be in all pure, and natural, and healthy condition. If the parents love each other, the child will love its parents. But if a woman, submits to be impregnated by a man whom she loathes and hates, that loathing and hatred will be impressed upon the child."

বলিয়া সুপরিচিত, তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক পদার্থ দর্শন করাইবে। সহচরীরা ঐ স্ত্রীকে প্রিয় ও হিতকর বস্তু দ্বারা সর্ব্বদা সেবা করিবে।

"ইত্যনেন বিধিনা সপ্তরাত্রং—— ।"

অর্থাৎ এইরূপে সপ্তরাত্র অতিবাহিত হইলে, স্ত্রী অষ্টম দিবসে পতির সহিত অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিয়া অখণ্ড, শুভ্র ও পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক সুন্দর ও শুক্ল পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কার ধারণ করিবে।

এই সময় (ঋতুর চতুর্থ হইতে ৮ম দিবস পর্য্যন্ত) মহর্ষিরা স্ত্রী-পুরুষকে নানাপ্রকার হোম, যজ্ঞ অর্থাৎ নানাবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ আর্য্যমহর্ষিগণ স্ত্রী-পুরুষের সহবাসের পূর্ব্ব সময়ে ভগবানের আরাধনা ও ভগবচ্চিন্তা করিতে বিশেষ-রূপে আদেশ করিয়াছেন। সহবাসের পূর্ব্ব সময়ে শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভাল থাকিলে, এবং সে সময়ে ভগবানের চিন্তা করিলে, সন্তান যে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত ও ধার্ম্মিক হইবে, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান কালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে

"The whole state of the mother, during the period of pregnancy, influences the being of the child. There is no condition of the mother, mental or physical, which may not have its influence upon the child."

Dr. Trall says:—"Parents who are in comparatively good condition when they cohabit for reproduction, will frequently have children more beautiful than themselves; while, on the other hand, parents who are in their worst condition when they beget children are represented in the next generation by specimens of the *genus homo* more ill-looking than they are themselves."

আর্য্য মহর্ষিদের প্রত্যেক ব্যবস্থাটিই সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া থাকেন। চরকসংহিতায় ভগবান্ আত্রেয় বলিয়াছেন :—

"সত্ত্ববৈশেষ্যকরাণি পুনস্তেষাং তেষাং প্রাণিনাং মাতাপিতৃসত্ত্বান্যন্তর্ব্বত্ন্যাঃ শ্রুতয়শ্চাভীক্ষ্ণং স্বোচিতশ্চ কর্ম্মসত্ত্ববিশেষাভ্যাসশ্চেতি।"

অর্থাৎ শুক্র-শোণিত-সংযোগকালে (সহবাসের সময়ে) পিতামাতার মনে যেরূপ ভাব থাকে, সেই সমুদয় ভাব, আর আখ্যায়িকা, পুরাণ ও বেদাদি বিষয়ে যে সমুদয় ভাব থাকে, সেই সমুদয় ভাব ও জন্মান্তরের পুনঃপুনঃ অভ্যস্ত কর্ম্ম সমস্তই সন্তান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে।"

অর্থাৎ গর্ভের প্রথমোৎপত্তি-সময়ে (সহবাসের সময়ে) স্ত্রী মনে মনে যে জন্তু চিন্তা করিবে, গর্ভস্থ সন্তান তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ সহবাসের সময় পিতামাতার মনের ভাব যেরূপ থাকিবে, সন্তানের মনের ভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে মহর্ষি সুশ্রুত বলেন :—

"পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং নরমঙ্গনা।
তাদৃশং জনয়েৎ পুত্রং ভর্ত্তারং দর্শয়েদতঃ॥" সুশ্রুত-সংহিতা।

অর্থাৎ ঋতুস্নানের পর নারী যাহাকে প্রথম দর্শন করে, তাহার

"Especially important is it for those who would have beautiful children to be in their best bodily and mental condition when the fruitful organism is experienced. A perfectly symmetrical body implies an equal and balanced, so to speak, contribution from every organ and structure; and to secure this result, the person must be free from all local congestions or irritations." (See Marriage and Parentage. P. 116 to 121.)

সন্তান সেই পুরুষের সদৃশ হইবে। অতএব পতির মুখই প্রথম অবলোকন করা উচিত।

অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতায় মহামতি বাগ্‌ভট লিখিয়াছেন :—

"গর্ভোপপত্তৌ তু মনঃ স্ত্রিয়া যং জন্তুং ব্রজেত্তৎসদৃশং প্রসূতে।"

অর্থাৎ বীজ গ্রহণের সময় স্ত্রীর মন যে জন্তুতে গমন করিবে, সন্তান সেই জন্তুর সদৃশ হইবে। চক্রপাণি বলেন, যে জন্তুর ধ্যান করিবে, সন্তান সেইরূপ হইবে।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"পূর্ব্বং পশ্যেদৃতুস্নাতা যাদৃশং——।"

অর্থাৎ ঋতুমতী স্ত্রী (চতুর্থ দিবসে) ঋতুস্নান করিয়া সর্ব্বাগ্রে ভর্ত্তাকে কিংবা পুত্রাদি প্রিয়জনকে দর্শন করিবে। কারণ, ঋতুস্নানের পর যেরূপ পুরুষ দর্শন করে, সেইরূপ সন্তান জন্মে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার কার্পেণ্টার্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—

"মাতার মনে বিশেষ কোন ধারণা হইলে, সন্তান তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"*

"কোন স্ত্রীলোকের কোন পুরুষের প্রতি ধারণা জন্মিলে, যদি কোন ইন্দ্রিয়-সংস্রব নাও থাকে, তথাপি ঐ ধারণা-বশতঃ তাহার সন্তান ঐ পরপুরুষের ছায়া প্রাপ্ত হইবে।" †

---

* "A strong persistent impression upon the mind of a mother has appeared to produce a corresponding effect upon the development, of the fœtus in utro." (See Dr. Carpenter's Physiology. Page 943),

† "What a mental impression made upon the female by a particular male will give the offspring a resemblance to him even though she has had no sexual intercourse with him." (See Ditto p. 990).

বিখ্যাত ডাক্তার রডক্ মহোদয় লিখিয়াছেন :—"ভয় ত্রাস ভিন্ন যে কোন ধারণা স্ত্রীলোকের মনে হইবে, তাহাই সন্তান প্রাপ্ত হইবে।" *

ডাক্তার হাল্‌ব্রুক্ মহোদয় বলেন :—"কোন স্ত্রীলোক হঠাৎ ভয়, দুঃখজনকসংবাদ এবং কোন বদ্ধমূল ধারণা প্রাপ্ত হইলে, তাহার সন্তানও তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" †

বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক ফাউলার মহোদয় লিখিয়াছেন :—"শিশু তাহার শরীর ও মন এই উভয়বিধ সম্পত্তি তাহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি যে দিক্ দিয়া বিচার করুন না কেন, ভ্রূণ-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতা তাঁহাদের নিজ নিজ শরীর ও মনের সর্ব্ববিধ অবস্থার অল্পাধিক অংশ সন্তানকে প্রদান করিয়া থাকেন।"‡

পাশ্চাত্য দেশের আর একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত লিখিয়াছেন :—"সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, সাধুর গৃহে অসাধু, অসাধুর গৃহেও সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন স্বামী স্ত্রী হয় ত অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, কিন্তু যেদিন ভ্রূণ-সঞ্চার হইল, সেদিন নানাপ্রকার অনুকূল

---

* "We might quote numerous instances, some from our own experience, in which most unquestionably congenital deformity could be accounted for only by impressions received by the mother during pregnancy. Any strong, striking impressions, not necessarily the result of fright or terror, may affect the child."(See Lady's Manual by Dr. Ruddock, Page 122).

† Dr. Holbrook says :—"With regard to the belief that sudden frights or painful or startling impressions of any kind upon the mother produce corresponding results upon the unborn child." (See Marriage and Parentage. p. 115).

‡ See Love and parentage applied to the improvement of offspring, by O. S. Fowler.

কারণে তাহাদের মনের ভাব খুব ভাল ছিল বলিয়াই অজ্ঞাতসারে অশেষ কল্যাণের নিদানরূপ তাহারা একটি রত্নের জনক-জননী হইল। আবার হয়ত কোন স্বামী স্ত্রী অতি সুন্দর প্রকৃতির লোক, কিন্তু যেদিন গর্ভসঞ্চার হইল, নানাবিধ কারণে সেদিন তাঁহারা বিকৃত মনে ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা অজ্ঞাতসারে গরল উৎপন্ন করিলেন। ফলতঃ এই জন্যই এক পিতা-মাতার গৃহে পাঁচটি সন্তান পাঁচ প্রকার প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপে ধার্ম্মিকের গৃহে অসাধু ও অসাধুর গৃহে ধার্ম্মিক সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।" *

পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ফাউলার্ মহোদয় এ সম্বন্ধে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটিমাত্র ঘটনার কথা এস্থলে উল্লেখ করা হইল ; যথা ঃ—

"মাতার বিচেতন (অজ্ঞান) অবস্থায় কোন একটি শিশুর জীবন-সঞ্চার (গর্ভ) হয়। সেই হতভাগ্য সন্তান জন্মাবধি উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। যখন ৬ বৎসর বয়স, তখনও সে তাহার মাতাকে কিংবা আর কাহাকেও চিনিতে পারিত না। কেবল ক্ষুধার সময় অস্পষ্ট শব্দ করিত।" †

তিনি আরও একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—"বিলাতের একজন সুবিখ্যাত বিচারপতি কোন একদিন পরিবার-পরিজন-সহ কোন আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং নিজের ও স্ত্রীর প্রাণে সকল-প্রকার সদ্ভাবগুলিকে জাগাইয়াছিলেন, সেইদিন তাঁহাদের কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম হয়। ঐ শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া এমন সুন্দর প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল যে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সে কান্দিত না ;

---

* See Galton's Hereditary Genius, Page 282.

† পাঠক, এস্থলে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মবিবরণ স্মরণ করুন।

যেখানে বসাইয়া রাখিত, সেইখানে বসিয়া থাকিত; তাহার মুখে সর্ব্বদা হাসি দেখা যাইত।”

আমরা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের ও আর্য্য মহর্ষিগণের ব্যবস্থা ও উপদেশগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করার পূর্ব্বে, কিরূপে গর্ভ সঞ্চার হয়, ঋতু কি, গর্ভাধানের কাল ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। যথা:—

রমণীগণের জরায়ুর (ইহাকে ডাক্তারি শাস্ত্রে ইউট্রাস্ বলে) দুই ধারে নিম্ন উদরের দুই পার্শ্বে দুইটি ডিম্বকোষ আছে। ঐ কোষে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্রতম ডিম্ব থাকে। এই ডিম্বকোষকে ডাক্তারি শাস্ত্রে ওভেরি ও ডিম্বকে ওভাম্ বলে। প্রত্যেক মাসের ঋতুর সময় ঐ ডিম্বকোষ হইতে একটি ডিম্ব সুপক্কতা লাভ করে এবং ডিম্ব ফাটিয়া একটি নল দ্বারা (এই নলকে ডাক্তারি শাস্ত্রে ফেলোপিয়ান্ টিউব্ বলে) জরায়ুতে আইসে। এই ডিম্ব অতি ক্ষুদ্র, ইহার ব্যাস প্রায় $\frac{1}{120}$ ইঞ্চি হইবে। ইহা দেখিতে গোলাকার, ইহার একটি স্বচ্ছ আবরণ আছে। এই আবরণের মধ্যে হরিতাভ তরল পদার্থ থাকে। এই রূপ পুরুষের শুক্রেও অসংখ্য শুক্রকীট থাকে। ঐ শুক্রকীটগুলিও অতি ক্ষুদ্র। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে ঐ শুক্রকীটগুলিকে এক একটি বেঙ্গাচীর মত দেখা যায় এবং ইহারা গতিশীল। উপযুক্ত সময়ে জরায়ু-ক্ষেত্রে উভয়ের (এই ডিম্ব ও শুক্রের) সংযোগ হইলেই গর্ভ সঞ্চার হয়। এই গর্ভই দিন দিন মাসে মাসে বর্দ্ধিত ও রূপান্তরিত হইয়া উপযুক্ত সময়ে (গর্ভকাল গড় পড়তায় ২৭৮ দিন ধরা হইয়াছে) একটি স্বাধীন মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। দয়াময় ঈশ্বর এই শুক্রকীট ও ডিম্ব অতি আশ্চর্য্য উপায়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই অতি সূক্ষ্মতম ডিম্ব ও শুক্রকীটে কি প্রকারে নর-নারীর (পিতা-মাতার) আকৃতি, প্রকৃতি, স্বভাব, চরিত্র, অঙ্গবিকৃতি, পীড়ার বীজ, ধর্ম্মভাব, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা, আচার, ব্যবহার, অপর দিকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী, বদমায়েসী প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলির বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।

আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে গর্ভধারণের কাল ১৬ অহোরাত্র নির্দ্দেশ রহিয়াছে। ডাক্তারি শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিলেও, ঋতুকালের ১৪ দিবস পর্য্যন্ত জরায়ুতে ডিম্ব অবস্থান করে বলিয়া বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতি মাসে জরায়ুর

ভিতরের পুরাতন ঝিল্লি (পর্দ্দা) পতিত হইয়া থাকে ও নূতন ঝিল্লি উৎপন্ন হয়। এই ঝিল্লি ছিন্ন হইলে যে রক্তস্রাব হয়, তাহাকে "ঋতু" বলে। গাছের পাতা যেমন বৎসর বৎসর নূতন জন্মে, এই ঝিল্লিও তেমনি (গর্ভসঞ্চারের জন্য) মাসে মাসে নূতন করিয়া গঠিত হয়। গর্ভ হইলেও স্তন্যদানের সময় ঋতু বন্ধ থাকে। এই সময়ে ঐ সকল যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ থাকায় স্তনের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম্, ডি, মহোদয় উপরিউক্ত আর্য্য মহর্ষিদের ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

"ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।"

অর্থাৎ নারীজাতির ঋতুকাল ষোড়শ অহোরাত্র জানিবে।

এ সম্বন্ধে ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম, ডি মহোদয় বলেন :—

"প্রত্যেক ঋতুর সময় এক একটি ডিম্ব (ওভম্) পরিপক্বতা লাভ করে এবং জরায়ুতে আইসে। ঋতুর ৮ হইতে ১৪ দিনের মধ্যে ঐ ডিম্ব জরায়ু হইতে চলিয়া যায়। তৎপরে প্রায় দুই সপ্তাহকাল জরায়ুতে ডিম্ব থাকে না। অতএব ঐ সময়ে সহবাস করিলে গর্ভসঞ্চার হয় না। * কিন্তু ইন্দ্রিয়ের অস্বাভাবিক উত্তেজনা বশতঃ অসময়েও (ষোল রাত্রির পরেও) গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। †

* "During each menstrual period an ovum ripens, is carried to the uterus, and in from eight to fourteen days is passed off. This allows about two weeks in which the uterus contains no germ-cell, and during which time, if sexual intercourse is had, no impregnation can follow."

† "Excitement hastens the premature ripening and meeting of the germ-cell with the sperm-cell, and impregnation results, though intercourse does occur in the specified two-weeks' absence of the egg from the uterus." (See The science of A New Life, by Dr John Cowan, M.D., P. 111).

"কস্মাদ্বিরেতাঃ পবনেন্দ্রিয়ো—" (চরকসংহিতা।)

অগ্নিবেশ কহিলেন, ভগবন্! কি জন্য নপুংসক, পবনেন্দ্রিয় (১), সংস্কারবাহী (২), নরষণ্ড (৩), নারীষণ্ড (৪), বক্রী (৫), ঈর্ষান্বিত, মিথ্যাবাদী সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে?

ভগবান্ আত্রেয় উত্তর করিলেন, "শুক্র ও শোণিতের অংশ সমান হইলে নপুংসক, শুক্রাশয় বিনষ্ট হইলে পবনেন্দ্রিয়, শুক্র দূষিত হইলে সংস্কারবাহী, পিতামাতার দুর্ব্বল বীজ হইলে পুত্র নরষণ্ড ও কন্যা নারীষণ্ড হইয়া থাকে। মাতার সহবাসে অনিচ্ছা বশতঃ বক্রী সন্তান জন্মে। পিতামাতা ঈর্ষাভিভূত হইলে এবং মিথ্যা কথা বলিলে বা মিথ্যা কার্য্য করিলে সন্তান ঈর্ষাপরায়ণ ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।"

"কস্মাৎ প্রজাং স্ত্রী বিকৃতাং প্রসূতে—।" ঐ

অগ্নিবেশ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি জন্য কোন কোন স্ত্রী হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ এবং বিকলাঙ্গ সন্তান প্রসব করে?

ভগবান্ আত্রেয় উত্তর করিলেন, "জীবের অদৃষ্টদোষ, পিতামাতার বীজদোষ, কালদোষ এবং গর্ভাবস্থায় মাতার আহারদোষে সন্তানের ইন্দ্রিয় ও মন বিকৃত ও অঙ্গ বিকল হয়।"

এ সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাতনামা ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম্.ডি মহোদয় লিখিয়াছেন :—"এজগতের প্রত্যেক লোকেই সুসন্তান লাভের ইচ্ছা করেন। কিন্তু কেবল ইচ্ছা করিলেই সুসন্তান জন্ম গ্রহণ করে না। যাহাতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সুস্থ, সুন্দর এবং কোন না কোন বিষয়ে প্রতিভাশালী সুসন্তান জন্মে, এজন্য প্রত্যেক পিতামাতারই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও প্রাণপণে যত্ন এবং চেষ্টা করা উচিত। এজগতে প্রতিভাশালী

---

(১) যাহার শুক্র বিনষ্ট হয়। (২) যাহার পুরুষত্ব থাকে না। (৩) যে পুরুষ কায্যে ও আকারে স্ত্রীলোকের ন্যায়। (৪) যে রমণী পুরুষ-দ্বেষী ও স্তনহীনা। (৫) ঔষধ সেবনে যাহার জননেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, তাহাকে বক্রী বলে।

লোকের সংখ্যা এত অল্প কেন ? এজগতে কেনই বা সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোক কৃতিত্ব লাভ করে ? এই সংসারে কেনই বা এত পাপ তাপ দুঃখ কষ্ট ও অকালমৃত্যু দেখা যায় এবং কেনই বা প্রকৃত সুখী ও কৃতী লোকের সংখ্যা এত অল্প ? এজগতে পুণ্যবান্ অপেক্ষা পাপীর সংখ্যা এত বেশী কেন ? এই প্রশ্নগুলি অতীব গুরুতর, কিন্তু ইহার মীমাংসা অতি সহজ।" *

"পিতামাতার পরস্পর প্রগাঢ় ভালবাসা, সম্মতি ও সুনিয়মের ফলে দশ হাজার সন্তানের মধ্যে একটিমাত্র সুসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। অপর নয় হাজার নয় শত নিরনব্বই জন পিতামাতার রাশীকৃত সঞ্চিত পাপের বোঝা লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। যখন জগতের সর্ব্বত্রই এই ভীষণ অবস্থা, তখন ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, সুখী ও দীর্ঘায়ু লোকের অভাব হইবে না কেন ? এবং সর্ব্বত্রই যে পাপী, তাপী, মাতাল, জুয়াচোর, নরহত্যাকারী, আত্মহত্যাকারী, জড়, রুগ্ন লোক দেখা যাইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? ফলতঃ যে পর্য্যন্ত পিতামাতা সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সুনিয়মগুলি বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রতিপালন না করিবেন, সে পর্য্যন্ত

* "To have children is a thing to be greatly desired ; but to have children of well-balanced organizations, healthy, beautiful, and possessing the quality of genius in some one or other direction, is a thing every parent should long, strive and work for."

"Why is it that there is so much of the plain and mediocre of mankind in the world ? Why is it that, where there is one success in life's endeavours, there are thousands of failures ? Why is it that there is so much sin, misery, suffering and premature death, and so little, so very little of genuine success and happiness ? Why is there so much of the wrong in life, and so little of the right ? These are important questions, and yet easy of solution.

মানব-সমাজের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। ধর্ম্ম ও ন্যায়ের রাজত্বও কথনও আসিবে না।" *

"মাতা গর্ভের এই নয় মাস কাল নানাবিধ সুনিয়ম প্রতিপালন করিয়া, তাঁহার গর্ভস্থ শিশুকে যেরূপ সর্ব্ববিষয়ে উন্নত করিতে পারেন, এ জগতের বিদ্যালয়-সমূহ সমস্ত সুনিয়মগুলি সারা জীবন ব্যাপিয়া শিক্ষা দিলেও, শিশুকে তদ্রূপ উন্নত করিতে পারে না। কুম্ভকার যেমন কর্দ্দম দ্বারা ইচ্ছামত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, মাতাও সেইরূপ সন্তানকে (গর্ভাধানের সময়, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানের সময়) ইচ্ছামত গঠিত ও চরিত্রবান্ করিতে পারেন। †

---

* "For when it comes to be understood that not more than one child in perhaps ten thousand is brought into the world with the consent and loving desire of the parents, and that the other nine thousand, nine hundred and ninety-nine children are endowed with the accumulated sins of the parents, is it any wonder that there is so much sin, sickness, drunkenness, suffering, licentiousness, murder, suicide, and premature death, and so little of purity, chastity, success, godliness, happiness, and long life in the world? The reformation of the world can never be accomplished—the millenium of purity, chastity and intense happiness can never reach this earth, except, through cheerful obedience to pre-natal laws." (See Ditto, p. 136.)

† "All the educational institution in the world—all the benevolent, industrial and reform societies—all the temperance societies and all the divines in the world, combined and working harmoniously together, cannot do as much in a life-time of effort, in the elevation of mankind, as can a mother in nine months of pre-natal effort." (See Ditto, P. 137.)

"The fundamental principles of genius in reproduction

৮। "বিবৃতশায়িনী—।" (চরকসংহিতা, শারীরস্থান।)

"গর্ভিণী হস্ত, পদ এবং অন্যান্য অঙ্গ বিস্তার করিয়া শয়ন করিলে ও রাত্রিতে ভ্রমণ করিলে, উন্মত্ত সন্তান প্রসব করে। যে গর্ভবতী রমণী বাক্যের দ্বারা, শরীর দ্বারা কলহ করে, যে গর্ভবতী রমণী সর্ব্বদা পুরুষ-সংসর্গ করে, তাহার কাণা, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ, নির্লজ্জ অথবা স্ত্রৈণ সন্তান হয়। যে গর্ভবতী রমণী শোকাকুলা, ঈর্ষাপরতন্ত্রা ও পরদ্রব্যের অভি-লাষিণী, পরের পীড়াদায়িনী, চৌর্য্যশীলা, ক্রোধশীলা, নিদ্রাপরতন্ত্রা, মিথ্যা-বাদিনী, মদ্যপানাসক্তা, তাহার বিকৃত এবং নানা দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত, ঈর্ষাপরায়ণ ও মিথ্যাবাদী সন্তান জন্মে।"

এ সম্বন্ধে ডাক্তার কাউয়েন্ মহাশয় বলেন:—"স্বামী স্ত্রী সামান্য সামান্য কারণেও কলহ করিবে না। কারণ, তাহাদের এই কলহের ফলে সন্তানও বিকৃত হয়। একটি স্ত্রীলোক গর্ভাবস্থায় তাহার পতির সহিত কিছুকাল কথা বলে নাই। তাহাদের সন্তানটি বড় হইলে, যখন সে পিতার ক্রোড়ে যাইত, তখন নীরবে বসিয়া থাকিত। *

---

are that, through the rightly-directed efforts of the wills of the mother and father, preceding and during ante-natal life, the child's form of body, character of mind, and purity of soul, are formed and established. That in its plastic state, during ante-natal life, like clay in the hands of the potter, it can be moulded into absolutely any form of body and soul the parents may knowingly desire." (See Ditto. p 139.)

* "Let them—the husband and wife—during this period of gestative influence, disagree as much as possible—fall out and quarrel about the most trifling subjects, and the results will be, in a measure, as was the case with a boy in Vermont,

"পিতামাতা মিথ্যা কথা বলিলে কি মিথ্যাকার্য্য করিলে, সন্তানও মিথ্যাবাদী হইবে। পিতামাতার দোষগুণ সন্তানে বর্ত্তে। একটি বালক মিথ্যা কথা বলার অপরাধে শাস্তি পাইলে, সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"বাবা! আপনি কি ছোট কালে মিথ্যা কথা বলিতেন?" পিতা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলে, পুত্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল। তখন পিতা বলিলেন,—"না।" পুত্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে কি মা ছোট কালে মিথ্যা কথা বলিতেন?" পিতা উত্তর করিলেন,—"আমি জানি না, তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।" তখন পুত্র বলিল,—"আপনারা উভয়ের মধ্যে কেহ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিতেন, নতুবা আমি মিথ্যা কথা বলি কেন?" *

"একটি খুনী আসামী আদালতে বলিয়াছিল,—"আমি সৎস্বভাবান্বিত হওয়ার জন্য প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি, ভগবানের নিকট প্রার্থনাও করিয়াছি; কিন্তু যে পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাঁহারা এই

---

whose parents previous to his birth had a difficulty, resulting in the mother for a time refusing to speak to her husband. After a while the child was born, and in due season began to talk, but when sitting on his father's knee was invariably silent." (See Ditto, p. 206.)

* "Pa, did you tell lies when you were little ?'

The father, perhaps conscience-smitten, evaded an answer; but the child, persisting, again asked :

'Did you tell lies when you were little ?'

'No'; said the father, 'but why do you ask ?'

'Did ma tell lies when she was little ?' he then asked.

"I don't know, my son, you must ask her.'

'Well', retorted the boy. 'one of you must have told lies, or you would not have a boy who would." (See Ditto p. 207)

শরীর ও মনে যে ধাতু ও প্রকৃতি (দুষ্প্রবৃত্তি) দিয়া গিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত যত্ন ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং শৈশব হইতেই আজীবন আমি মিথ্যাকথা, চৌর্য্যবৃত্তি, জাল, জালীয়াতি প্রভৃতি নানাবিধ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, পরিশেষে এই ভয়ঙ্কর নরহত্যা করিয়াছি। এজন্য আমার পরিবর্ত্তে আমার সেই জনক-জননীরই শাস্তি হওয়া উচিত।" *

"তত ঋত্বিক্ প্রাগুত্তরস্যান্দিশি— ।" (চরকসংহিতা।)

এই সমস্ত শ্লোকগুলির তাৎপর্য্য এই যে,—"গর্ভাধানের সময় ও পূর্ব্বে মাতাপিতা নানাবিধ হোম, যজ্ঞ, মন্ত্র উচ্চারণ অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা ও চিন্তা করিবেন। সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকিবেন ও কায়মনোবাক্যে ধর্ম্ম-জীবনে উন্নত হইতে যত্ন করিবেন।"

আর্য্য মহর্ষিরা সকলেই একবাক্যে স্ত্রীপুরুষের গর্ভাধানের সময়, গর্ভাবস্থায়, সন্তানকে স্তন্যদানের সময় এবং জীবনের সর্ব্ববিধ অবস্থায় ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

---

* "The Prisoner,——said :—

"I am guilty * * * * I have led a licentious, wicked life. I have done all manner of positive wrong—lied, robbed, counterfeited, and now murdered. And yet I should not suffer death, for I have not done one of these things willingly. The wickedness that was transmitted, bequeathed, and that is in me, I have striven against, fought against, yea, even prayed against. Where is my father, who bequeathed me this deformed soul? Where is my mother who nurtured and more firmly implanted in me this wicked nature? For it is they who embodied these qualities in my organization that have culminated in murder, and it is they to whom this sentence of death should be addressed, and not to me." (See Ditto p. 215,)

তাই হিন্দু এখনও জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই—আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে—এমন কি, পত্র লিখিবার সময়—হাঁচিটি পড়িবার সময় পর্য্যন্তও—ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া থাকেন।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয়ও আর্য্য মহর্ষিদের প্রত্যেক কথারই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ—

"প্রত্যেক পিতামাতারই নৈতিক উন্নতি সাধন করা উচিত। ভাবী সন্তানের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে প্রতিভা বিস্তারের বাসনা থাকিলে, পিতামাতা, তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবেন। পিতামাতা প্রত্যেক দিনের চিন্তায়, কথায় ও কার্য্যে, ধর্ম্মের সহিত যোগ রাখিয়া জীবন যাপন করিবেন। প্রত্যেক কার্য্যেই মনের একাগ্রতা থাকা আবশ্যক। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের অর্থ এই যে, পিতামাতা প্রত্যহ, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং পবিত্রতা লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবেন। তাঁহারা জ্ঞাতসারে কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন না। কোন প্রকার ধর্ম্মের ভাণ করিবেন না। মনুষ্যজীবন যে আনন্দ ও সুখময়, ইহাই সর্ব্বদা মনে রাখিবেন। জীবনের পবিত্রতার দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন এবং নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করিবেন ও ধর্ম্মে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিবেন। পিতামাতা একান্ত যত্নসহকারে এই সমস্ত সদ্গুণ লাভ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিলে, ভাবী সন্তানের আত্মাতেও ঐ সকল সদ্গুণ অলক্ষিত-ভাবে সঞ্চারিত হইবে।"*

---

* "When the parents have chosen the line of life for the unborn, in which they desire in full measure the quality of genius to be transmitted, they should exercise assiduously the religions of their natures. * * It is required that the parents live, in every day thought, word, and action, a religious life; for a religion that can be put on and taken off as a garment

১০। "সৌম্যাভিশৈচনাং——।" (চরক-সংহিতা।)

অর্থাৎ ঐ স্ত্রীর (গর্ভসঞ্চারের সময়, গর্ভাবস্থায় ও সন্তান-পালনের সময়ে) মনের অনুকূল সান্ত্বনা-বচনের দ্বারা মনের সন্তোষ জন্মাইবে। আর যে সমুদয় পুরুষ ও স্ত্রীর নম্র ও সুন্দর প্রকৃতি, মধুর বচন, সুন্দর উপচার, সাধু চেষ্টা, তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক পদার্থ দর্শন করাইবে। অপর, সহচরীরা ঐ স্ত্রীকে প্রিয়, হিতকর বস্তু দ্বারা সেবা ও মনের আনন্দজনক গীতবাদ্য দ্বারা সর্ব্বদা সেবা করিবে।

"তথা সায়মবদাতশরণ——।" (চরক-সংহিতা)

"ঐ স্ত্রীকে সায়ংকালে পরিস্কৃত গৃহে বাস, পরিস্কৃত শয্যায় শয়ন, পরিস্কৃত আসনে উপবেশন, পরিস্কৃত পানীয় পান, পরিস্কৃত বস্ত্র পরিধান, এবং উৎকৃষ্ট অলঙ্কার পরিধান করাইয়া সুন্দর বেশবিন্যাস করাইবে।"

এ সম্বন্ধে ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলেন,—

"যাঁহারা সুন্দর সন্তান আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা কোন রমণীয় চিত্র বা কোন আদর্শ প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিবেন, অথবা স্বামী স্ত্রী উভয়ে কোন সুন্দর মানুষের প্রতিকৃতি সন্দর্শন করিবেন এবং দৃঢ়ভাবে তাহা নিজ অন্তরে অঙ্কিত করিয়া লইবেন। ঐরূপ ছবি অবিরত ধ্যান করিবেন এবং আন্তরিক আগ্রহের সহিত তদনুরূপ সন্তান লাভের জন্য ব্যাকুল হইবেন।

---

is not true religion—it is but a counterfeit. True religion implies that the parents daily and hourly should aspire after goodness, virtue and purity; that they knowingly do no wrong; that they look only on the bright side of life; that they have everpresent sympathy for the suffering, the wronged and oppressed, and do good without the hope of reward; that they possess faith, are spiritual-minded and have a reverence for religion and things sacred. These attributes the parents should endeavor to cherish and intensify, and so incorporate them with the soul of the unborn."(See Ditto, P. 159.)

তাহা হইলে, নিশ্চয়ই ভাবী সন্তানের শরীরও সুন্দরভাবে সংগঠিত হইবে।" *

"গর্ভাবস্থায় (দশমাস কালের মধ্যে) একমাত্র জননীর প্রাণপণ যত্নের প্রভাবেই সন্তান প্রতিভান্বিত হইয়া উঠে। জননী তখন যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করেন, সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শোণিত প্রবাহিত হয়; সুতরাং গর্ভস্থ সন্তানেরও সেই সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিতে তদনুযায়ী শোণিত সঞ্চারিত হওয়ায়, তাহা তদনুরূপ পুষ্টি লাভ করে এবং শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি সুকোমল থাকায়, তাহাতে প্রকৃত প্রতিভার বীজ সঞ্চারিত হয়।" †

---

* Let the parents get one picture—it may be an ideal face, or the face of a beautiful person—and let them get a picture of a perfect human form. The pictures may be lithographs, chromos, or photographs handsomely colored. Let the wife and husband impress the beautiful face of the one and the beautiful form of the other on their minds. Let them constantly admire them, and especially earnestly desire a child having a like resemblance, and they will without fail have embodied to their child's organization beauty of form and face." (See Ditto P. 160.)

† "In this ten months of determined effort lies concealed the influence that makes the child a genius. The active exercise of any organ or combination of organs, in the continued and persistent direction of any particular employment, causes a large flow of blood and increased nervous power in that organ, or combination of organs, which is reflected directly to the self-same organs of the child in utero, which in their plastic state take on in size, quality and power, the elements which constitute genius," (See Ditto, P. 158.)

"সন্তানকে সঙ্গীত-বিদ্যায় নিপুণ করিতে ইচ্ছা করিলে, পিতামাতা গর্ভসঞ্চারের পূর্ব্বে এবং মাতা গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানের সময় গীতবাদ্যে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন; তাহা হইলে তাঁহার সন্তান গীতবাদ্যে দক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে। একটি মাতা গর্ভাবস্থায় পিয়েনো বাজাইতেন ও নানাপ্রকার গানের সুর শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুইটি সন্তান জন্মে; তাহারাও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল। তাহারা একবার একটি কঠিন সুর শ্রবণ করিলেই অতি সহজে তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইত।" * এইরূপ পিতামাতা যে বিষয়ে সন্তানকে পারদর্শী করিতে ইচ্ছা করেন, গর্ভাধানের সময়ে, গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানের সময়ে সেই সেই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিবেন।

১১। "মাতৃজং চাস্য হৃদয়ং মাতৃহৃদয়াভিসম্বদ্ধং রসবাহিনীভিঃ সম্পাদ্যতে—।" (চরকসংহিতা।)

অর্থাৎ গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় মাতা হইতে উৎপন্ন হয়; সেই হেতু মাতার হৃদয়ের সহিত গর্ভস্থ শিশুর হৃদয় সম্যক্‌রূপে সম্বদ্ধ থাকে। এইরূপে রসবাহিনী ধমনী দ্বারা মাতার ও গর্ভস্থ সন্তানের যোগ থাকে। অর্থাৎ মাতার রক্ত সন্তানের মধ্যে ধমনী দ্বারা প্রবাহিত হয়। এজন্যই ভিষক্‌গণ গর্ভাবস্থায় প্রতিকূল আহার ও আচরণাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কারণ, উহাতে গর্ভস্থ সন্তান বিকৃত হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ এম, ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন :—"একমাত্র শোণিত-সঞ্চালন দ্বারাই গর্ভস্থ সন্তান ও

---

*—Or, if a musician, let the parents learn, understand and practise music," (See Ditto, P. 157.)

"She (mother) obtained a piano, practised upon it for a certain number of hours daily, and daily cultivated what voice she had in singing, * * *. This mother has now two children, both of which are born-musicians. They can sing any tune they once hear, and can already play the most difficult music placed before them." (See Ditto, p. 196.)

মাতার সহিত সম্পর্ক রক্ষিত হয়। জননীর দেহের শোণিত জ্রূণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার পুষ্টিসাধন করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে উহার ভাবী জীবনের আচার, ব্যবহার ও চরিত্র সংগঠিত করিয়া থাকে। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, গর্ভাবস্থায় জননীর সচ্চিন্তা ও সৎকার্য্যানুষ্ঠানের পরবর্ত্তী সর্ব্বপ্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য—আহার্য্য দ্রব্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কারণ, ঐ সময় তিনি যে যে দ্রব্য আহার করিবেন, তাহা তাঁহার নিজ শরীরের ন্যায় সন্তানের শরীরেও শোণিতে পরিণত হইবে ; এবং ঐ শোণিতেই সন্তানের ভাবী জীবন ও চরিত্র গঠনের উপাদান নিহিত থাকে।" *

"খাদ্যদ্রব্যের সারভাগ রক্তে পরিণত হইয়া মানবদেহের পুষ্টিসাধন করে ; এই সারভাগ রক্তে পরিণত হওয়ার সময়ে মানুষের দৈনিক চিন্তা ও কার্য্যকলাপ ইত্যাদি ঐ সারভাগের উপরে ক্রিয়া করে অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি ঐ সারভাগে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং এই প্রকৃতি ক্রমে রক্তকে অনুপ্রাণিত করে। এইরূপে স্নায়ুমণ্ডল, তৎপরে চরিত্র আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকলাপের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এইপ্রকারে

* "There being no nervous connection between the fœtue and mother, it is through the blood of the mother only that the body of the child is nourished, its character influenced, and its habits of life formed."

"This being so, the first great requisite in the mother, during this gestative period of influence—next to right habits of thought and action—is a correct diet. Her food, during this period, makes not only her own blood, but also the blood of the child, and this blood, vitalized by her nervous system, imparts its vitality to the nervous and muscular system of the child, and in this way is the character of the new life influenced." (See Ditto, P, 189.)

মানুষের চরিত্র ভাল কি মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, একটিমাত্র শোণিতকণাতেও মানবের চরিত্র ও ভাব পরিস্ফুট থাকে।”*

“এইরূপে বিমর্ষ ও ক্রোধান্বিতা জননীর প্রতি-শোণিতবিন্দুতে ঐ সমস্ত ভাব সঞ্চারিত হয় এবং গর্ভস্থ সন্তান উক্ত শোণিতের প্রভাবে সংবর্দ্ধিত হওয়ায়, লোকে যে সমস্ত বৃত্তির অধিকারী হইতে বাঞ্ছা করে না, তৎসমস্ত বৃত্তি-সহ শিশু জন্মগ্রহণ করে।† এজন্য গর্ভাবস্থায় মাতার নিরামিষ শাক সবজী আহার অতিশয় প্রশস্ত। ‡

---

* A man or woman's daily thoughts and actions affect and impress the secretions of the nutritive system, and through this the blood ; and in this way, through its reaction on the nervous system, the character of the man increases for better or worse, as may be. It might with truth be said, that a drop of blood represents in its elements the character of the individual who manufactured it." (See Ditto, p. 189.)

† The mother of a gloomy, morose, sullen or fretful disposition impresses these qualities on every globule of blood that comes through her system, and, as a necessity, on the rapid growing tissues of the child, which after its birth will have embodied in its organization all these undesirable qualities." (See Ditto, p. 190.)

‡ "Undeniably, the best food for mothers, during this period of pregnancy, is fruit and vegetables, in as nearly their natural condition as possible. When apples, grapes, peaches, plums, &c., are eaten, the skins of such fruit should invariably be eaten along with the substance. One great trouble with pregnant women is costiveness, and this can in a great measure be avoided by the adoption of this rule." (See Ditto.)

LIBRARY

১২।"——মদ্যনিত্যা পিপাসালু-মনবস্থিতচিত্তং বা গোধামাংসপ্রিয়া শর্করিলমশ্মরিণং - ----।" (চরক-সংহিতা)

অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যে রমণী সর্ব্বদা মদ্যপান করে, গোধামাংস ও বরাহমাংস ভক্ষণ করে, মৎস্য ও মাংসপ্রিয় হয়, এবং যে গর্ভবতী রমণী) সর্ব্বদা মধুর, অম্ল, লবণরস, ঝাল, তিক্তরস, কষায়রস দ্রব্য ভোজন করে, তাহার সন্তান বিকৃত ও নানারোগগ্রস্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় বলেন ঃ—

"শিশুর পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বিশুদ্ধ রক্ত অত্যাবশ্যক। মাতা চর্ব্বিযুক্ত মাংসাদি, গরম মসল্লা, চর্ব্বি, চা, কাফি, নানারূপ মাদক দ্রব্যাদি আহার করিলে, তাহার পবিত্র, সুন্দর, প্রিয়দর্শন সন্তান উৎপন্ন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। মাতার মাংসাদি আহার করা সন্তানের পক্ষে কোন অবস্থায়ই মঙ্গলজনক নহে।"*

১৩। "ক্ষুধিতকাস্তু খলু বুভুক্ষিতাং——।" (চরক-সংহিতা।)

"শ্রান্তস্তু খলু যো ব্যাধিরুৎপদ্যতে——।" (ঐ)

এই সমস্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সন্তান উৎপাদনের সময়, গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানের সময় মাতা আহার, বিহার, পান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবেন। এই সময় মাতা সর্ব্বপ্রকার মানসিক উদ্বেগ, ক্রোধ, শোক, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি হইতে দূরে থাকিবেন। মাতা সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও সুস্থ শরীরে অবস্থান করিতে যত্ন করিবেন। এ বিষয়ে ডাক্তার জন্ কাউয়েন্ মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ—

* "Pure blood being a requirement in the right growth of the child, it is almost unnecessary to say that a clean, sweet, lovable baby cannot be grown by a mother who uses fat meats, pork, spices, grease, tea, coffee, beer, whisky, wine, &c.; and even lean, fresh or healthy beef or mutton, the least hurtful of flesh diets, are not fit to make babies of the right stamp." (See Ditto, p. 90.)

"সন্তানকে প্রকৃত প্রতিভাশালী করিতে হইলে, সন্তান উৎপাদনের, ও স্তন্যদানের সময়েও মাতার বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক।"

"সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৯।১০ মাস পর্য্যন্ত সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনে মাতার প্রভাব অতীব গুরুতর। একাল পর্য্যন্ত মাতার সংযমে থাকা একান্ত আবশ্যক।" *

"মাতা প্রত্যহ যে সকল দ্রব্য আহার করেন, তাহাই স্তন্যরূপে পরিণত হইয়া সন্তানকে পরিপুষ্ট করিয়া থাকে। মাতৃরক্ত যখন দুগ্ধে পরিণত হয়, তখন মাতার মানসিক সর্ব্ববিধ অবস্থা সম্যক্‌রূপে ঐ দুগ্ধে সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং সন্তান ঐ মাতৃদুগ্ধ পান করিলে, তাহার মধ্যেও মাতার ঐ সমস্ত মানসিক ও শারীরিক অবস্থাগুলি সঞ্চারিত হয়। অতএব মাতার দায়িত্ব যে কতদূর গুরুতর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।" †

"একটি রমণী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর সহিত ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া কলহ করিয়াছিলেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই সন্তানকে স্তন্যদান করেন। ইহার অল্প পরেই সন্তানের শরীরে আক্ষেপের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।" ‡

---

* "Genius, to be successfully transmitted to the child, must be conceived in the period of preparation, exercised in the period of gestation, and the exercise continued during the whole period of nursing." (See Ditto, p. 266)

"The nine or twelve months of nursing will be the mother's last chance to directly perfect and establish the character of the child, and in no wise should it be slighted." (See Ditto, p. 269.)

† "That the food the mother daily uses goes to furnish the food of the infant, and that, in being converted into milk in the mammary glands, is influenced not only by the quality and quantity of the food eaten, but also by the mental state of the mother during and immediately preceding its secretion, and that this influence is carried in the milk directly to the child's organism, and affects in a smaller or greater measure the child's mental and physical character." (See Ditto, P. 267.)

‡ So, in a smaller or greater measure, the mother's every day

এ সম্বন্ধে আরও অনেক মূল্যবান্ কথা "প্রসূতির কর্ত্তব্য ও ধাত্রী-শিক্ষা" গ্রন্থে সবিস্তার উল্লেখ করা হইয়াছে।

১। বিবাহ।

সুসন্তান লাভ করিতে হইলে, বিবাহ সম্বন্ধেও কতকগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আর্য্য মহর্ষিগণ এক বংশ বা এক রক্তের সংস্রবে বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। *

ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন :—

"অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

অর্থাৎ যে স্ত্রীলোক মাতার সপিণ্ড অর্থাৎ সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত মাতামহ-বংশজাতা নহেন ও মাতামহের চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত সগোত্রা নহেন এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা নহেন, এমত স্ত্রীলোকই বিবাহ ও সহবাসের পক্ষে প্রশস্ত।

"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারি-শ্বিত্রি-কুষ্ঠিকুলানি চ॥"

অর্থাৎ জাতকর্ম্মাদি সংস্কারহীন, কন্যামাত্র-প্রসূতকুল, বেদাধ্যয়ন-

---

state of mind and body is carried to and impressed on the mind and body of her infant."

"A mother, after a violent altercation with a neighbour, immediately after gave suck to her infant. The child had not been at the breast but a moment when it went into violent convulsions, and for a time it had every appearance of dying." (See Ditto, p. 268.)

* "A large proportion of those children who are born with defective senses—blind, deaf, dumb, &c.,—are the offspring of near relations" (See Lady's Manual, by Dr. Ruddock. Page, 114.)

রহিত, বহুলোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, অপস্মার ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত এই দশকুলে বিবাহ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে।

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥"

অর্থাৎ পিঙ্গল বা রক্তকেশা, ছয় অঙ্গুলী-বিশিষ্টা, চিররুগ্ণা, লোমশূন্য অথবা অতিলোমযুক্তা, বাচালা এবং পিঙ্গলনেত্রাকে বিবাহ করিবে না।

২। পিতামাতার মধ্যে কাহারও উপদংশ পীড়া থাকিলে, কখনই সন্তান উৎপাদন করিবে না। উপদংশ পীড়া অতি ভীষণ। এই পৃথিবীতে উপদংশ বিষ ভিন্ন এমন কোন ভয়ানক বিষ নাই, যাহা বংশানুক্রমে সমানভাবে সংক্রমণ-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট থাকে ও গর্ভস্থ সন্তানকে সমান তেজে আক্রমণ করে।

৩। মত্ততাবস্থায় কখনও সহবাস করিবে না। মত্ততাবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হইলে, সেই সন্তান নিশ্চয়ই উন্মাদ, হিষ্টিরিয়া, মৃগী প্রভৃতি নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইবে।

৪। তিথি, নক্ষত্র দেখিয়া সহবাস করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন :—

"চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, রবিসংক্রান্তি প্রভৃতি তিথিতে ও ঋতুর প্রথম চারিদিন সহবাস করিবে না।"

এ সম্বন্ধে নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন :—

"পূর্ণিমায়ামমাবস্যাং রমণীং যাতি চেন্নরঃ।
রসাধিক্যং ভবেদ্ গাত্রে অপূর্ণো জায়তে সুতঃ॥"

অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে শরীরের মধ্যে রসাধিক্য হইয়া থাকে। অতএব উক্ত দিনে সন্তানোৎপাদন করিলে, সেই সন্তান কদাচ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না।

[library stamp]

প্রিণ্টার—যোগেশচন্দ্র অধিকারী, ৭৬ নং বলরাম দে, ষ্ট্রীট্ মেট্কাফ্ প্রেস্, কলিকাতা।